লাভজনকভাবে

ক্ষুদ্র খামারে

মুরগী পালন

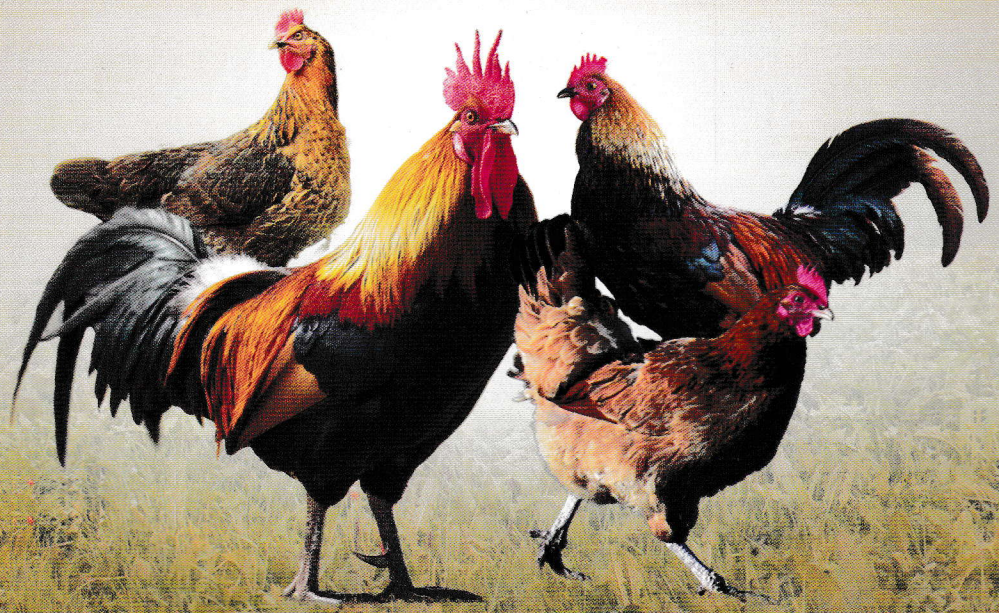

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০২২

প্রকাশনায়

উত্তরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে
সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

ক্ষুদ্র খামারে সোনালী মুরগি পালনের উদ্দেশ্য

- দুস্থ, কর্মহীন ও বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা।
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা।
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।
- মুরগির ডিম এবং মুরগি বাজারে বিক্রি করে বাড়তি অর্থ দিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
- খামারীগণ ঘরে বসে স্বল্প পুঁজি খাটিয়ে অধিক লাভবান হতে পারে।

মুরগির খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমূহ ঃ

- খামার তৈরীর জন্য নির্বাচিত স্থান লোকালয়/আবাসিক ঘনবসতি এলাকা হতে দূরে শুষ্ক, উচু, সুষ্ঠু পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন স্থান হতে হবে।
- যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- আশেপাশে পঁচা ডোবা ও নর্দমা মুক্ত হতে হবে।
- বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে।

মুরগির জাত পরিচিতি

জাত ঃ সাধারণ দেশী

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। সচরাচর যে সকল মোরগ-মুরগি গ্রামে গঞ্জে, হাটে বাজারে দেখা যায়, তার প্রায় সবই এ জাতের অন্তর্ভূক্ত।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মোরগ-মুরগি নির্দিষ্ট কোন রংএর অন্তর্ভুক্ত হয় না। লালচে বাদামি বা লালচে কালো রং এর মুরগি বর্তমানে সংখ্যায় বেশী পাওয়া যায়। তবে কালো এবং সোনালী রংয়ের মুরগিও আছে। পা লোমহীন ও পায়ের নলা সাদাটে ও কালো রংয়ের। চামড়া হলদেটে। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রং লাল, বাদামী বা ধুসর। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি বেশী দেখা যায়। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগের ওজন ১.৫ - ২.৫ কেজি এবং মুরগির গড় ওজন ১.২-২.০ কেজি। বৎসরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ৬০-৯০টি ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। ডিমের রং হালকা সাদা থেকে গাঢ় বাদামী। মুরগি ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। তবে ইনটেনসিভ সিস্টেম বা আবদ্ধ অবস্থায় পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৭৫-৮০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

সাধারণ দেশী মুরগি

জাত ঃ হিলি

প্রাপ্তি স্থান ঃ চট্টগ্রাম এলাকায় বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছাড়ি অঞ্চলের এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ সাধারণত সাদার মধ্যে কালো ছিটাযুক্ত হয়ে থাকে। তবে ধূসর এবং লালচে মুরগিও দেখা যায়। দেশী জাতের মুরগি হতে বড় হয়ে থাকে। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রং লাল। তবে বাদামী বা ধুসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। এদের পা লোমহীন ও পায়ের নলা সাদাটে, হলুদ এবং কালো রংয়ের। চামড়া হলদেটে। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি। পূর্ণ বয়স্ক মোরগ-মুরগির গড় ওজন যথাক্রমে ২.০-৩.৫ কেজি এবং ১.৫-২.০ কেজি। বছরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ১৩০-১৪০টি ডিম দেয়। মুরগি ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৮৫-৯০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

হিলি মুরগি

জাত ঃ আসিল

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সড়াইল এলাকায় এই ধরণের মুরগি দেখা যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মোরগ-মুরগি গাঢ় খয়েরী রংয়ের হয়ে থাকে। লোমহীন পা, দেশী মোরগ হতে ওজনে বেশী এবং লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগ-মুরগির গড় ওজন যথাক্রমে ২.৫-৪ কেজি এবং ১.৭-২.৫ কেজি। বৎসরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ৩০-৩৫ ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম।

দৈনিক গড়ে ১৩০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৮-১০ মাস।

আসিল মুরগি

জাত ঃ সোনালী

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের মুরগির খামার দেখা যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ আর.আই.আর জাতের মোরগের সাথে ফাউমি জাতের মুরগির মিলনের মাধ্যমে সোনালী জাতের মুরগির সৃষ্টি করা হয়। এই জাতের মোরগের গায়ের রং সোনালীর মধ্যে কালো, পাখায় সাদা ফোটা ফোটা। মুরগির গায়ের রং হলুদ কালো। আকারে মাঝারি। ডিমের খোসা ক্রিম বর্ণের। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী। ডিম উৎপাদনকারী জাত হিসেবে পরিচিত। এ জাত আমাদের দেশীয় আবহাওয়ায় পালনের উপযোগী। পূর্ণ বয়স্ক একটি মোরগ ও মুরগীর ওজন যথাক্রমে ২.০-২.৫ কেজি এবং ১.৫-২.০ কেজি। এদের বার্ষিক গড় ডিম উৎপাদন ১৫০-২০০ টি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মাংস উৎপাদনের জন্য এ মোরগ-মুরগি পালনের পরিমান অধিক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

সোনালী মুরগি

মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

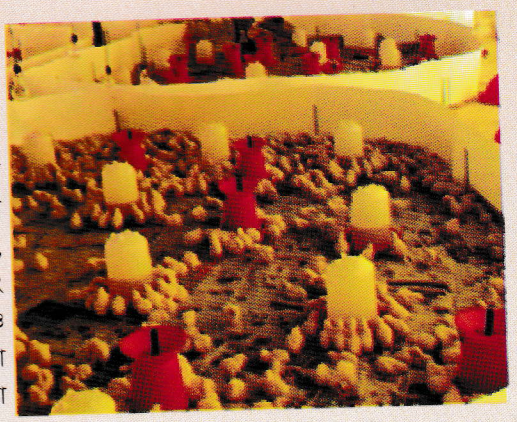

জার্মান শব্দ ব্রুড হতে ব্রুডিং এর উৎপত্তি যার অর্থ তাপ প্রদান করা। বাচ্চা ফুটার পর থেকে ৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে বাচ্চা পালনকে ব্রুডিং বলে। ব্রুডিংকালে বাচ্চাকে সঠিক তাপমাত্রায় লালন পালন করতে হয়। সাধারণত ১ম সপ্তাহে ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ২য় সপ্তাহে ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ৩য় সপ্তাহে ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ৪র্থ সপ্তায় ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ব্রুডিং করতে হয়। ব্রুডিং এর জন্য নির্ধারিত স্থানটি শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনিয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্ধারিত স্থানটি চিকগার্ড দ্বারা বেষ্টিত করতে হয়। উপরে একটি হোবার স্থাপন করতে হবে। হোবারে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো থাকে। হোবারের অবস্থান উঠা-নামা করানোর মাধ্যমে চিকগার্ড এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কমানো বা বাড়ানো হয়ে থাকে। সাধারণত ৭-৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি জায়গায় ৪০০-৫০০ টি দেশী মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং করা হয়ে থাকে।

বাচ্চা মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ ডিম হতে সদ্য ফুটন্ত বাচ্চার পেটে ইয়োকটির কিছু অংশ থেকে যায় যা থেকে প্রথম ২-৩ দিন কোন খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই বাচ্চা বেচে থাকতে পারে । তবে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর দেরীতে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করলে পরবর্তীতে দৈহিক বৃদ্ধি হার কমতে পারে এবং মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। একারণে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর অতিদ্রুত খামারে স্থানান্তর করে প্রথমে পানি এবং পরবর্তীতে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

বাড়ন্ত মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দৈনিক ৩ বার টাটকা খাবার সরবরাহ করতে হবে।
- ৯ সপ্তাহ পর হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য দৈহিক ওজনের সাথে সমন্বয়করে সরবরাহ করতে হবে।
- ব্যাগের মুখ খোলার পর দ্রুততার সাথে খাদ্য শেষ করতে হবে।
- খাদ্যের ব্যাগ বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে ধৌত করতে হবে।

প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমান সারণীতে দেয়া হলো

বয়স (সপ্তাহ)	শারীরিক ওজন (গ্রাম)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি/দিন)
৯	৮২৫	৪৮.০০
১০	৯৫৯	৫১.১৪
১১	১০৮৩	৫৪.৭২
১২	১১৯৩	৫৭.৫
১৩	১৩০৭	৬০.৮৫
১৪	১৪১৭	৬৪
১৫	১৫০৪	৬৭.৫৬
১৬	১৫৯১	৭০.৮৪

বাড়ন্ত ও ডিমপাড়া মুরগির খাদ্য তালিকা/রেশন(১০০ কেজি)

খাদ্য উপাদান	৯-১৬ সপ্তাহ পরিমান কেজি)	১৭-৭২ সপ্তাহ পরিমান কেজি)
ভূট্টা	৫৬	৪৬.৫
চালের কুড়া	১৩	১৪.৫
সয়াবিন মিল	৯.৫০	১৪.৯০
গমের ভূষি	৯.৫০	৭.০৫
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৮.৮০	৭.৬০
ঝিনুকের গুড়া/লাইম স্টোন	১.৪০	৭.০০
ডিসিপি	০.৮০	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০	০.২৫
লাইসিন	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০
লবন	০.৫০	০.৫০
মোট	১০০	১০০

মুরগির গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করনীয়

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্বক রোগ। আমাদের দেশে হাই প্যাথজেনিক ও লো-প্যাথজেনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মুরগি মারা যেতে পারে।
- মৃত্যু হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে তবে সাধারণত ৬০-৮০% হয়ে থাকে ।
- মাথা, মুখ, ঝুটি ফুলে যেতে পারে। পায়ের লোমহীন অংশে, ঝুটিতে রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা ঃ যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগি বিনষ্ট করে সঠিকভাবে ডিসইনফেকশন ও ডিকন্টামিনেশন করতে হয়। কেননা, এ রোগ মুরগি হতে মানুষে বিস্তার হতে পারে।

ব্রুডার নিউমোনিয়া ঃ ফাঙ্গাস সংক্রমণ জনিত রোগ। আক্রান্ত মুরগির ফুসফুসে ফাঙ্গাল গ্রোথ ও শ্বাসকষ্ট হয় এবং বাচ্চা মৃত্যুহার বেড়ে যায়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- ❖ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে।
- ❖ আক্রান্ত মুরগিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। দুর্বল হয়ে যায় এবং মারা যায়।

চিকিৎসা ঃ যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের পর পানিতে তুতে দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

রানীক্ষেত ঃ ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। নিউক্যাসল ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে। এরোগ ৩রকমের হতে পারে। যথাঃ রেসপিরেটরি ফর্ম, নারভাস ফর্ম এবং ভিসারেল ফর্ম।

রোগের লক্ষণ ঃ

- ❖ সাধারণত মুরগি চূনা পায়খানা করে।
- ❖ মৃত্যু হার অধিক ।
- ❖ মাথা বা ঘাড় বাকা হয়ে যায়, পা অবশ হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়।
- ❖ ঘাড় বাঁকা হওয়ার কারণে খাবার খেতে পারে না।

চিকিৎসা ঃ এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসার সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে।

করাইজা রোগের লক্ষণ

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ

ফাউল পক্স রোগের লক্ষণ

কক্সিডিওসিস রোগের লক্ষণ

মাইকোপ্লাজমোসিস রোগের লক্ষণ

ক্যানাবলিজম রোগের লক্ষণ

মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রোগের চিকিৎসা ব্যয়বহুল, কোন কোন রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হওয়া সত্বেও অনেক সময় কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা কঠিন। তাছাড়া, রোগের কারণে মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে। মুরগির সকল রোগের টিকা পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহের (যে সকল রোগের মৃত্যু ঝুঁকি বেশী) টিকা পাওয়া যায়। এসকল রোগের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করা গেলে রোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই সোনালী মুরগির বাণিজ্যিক খামার করা সম্ভব।

মুরগির টিকা প্রদান কার্যক্রম ছকে প্রদান করা হলো ঃ

দিন	টিকা
১-৩ দিন	বি. সি. আর.ডি.ভি
১০-১২ দিন	গামবোরো
১৭-১৯ দিন	গামবোরো
২১-২৩ দিন	বি. সি. আর.ডি.ভি

ভ্যাকসিন দেওয়ার কিছু ছবি

চোখে ১ ফোঁটা রানীক্ষেত ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে

ডিম উৎপাদনে মুরগির প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলো ঃ

দিন	টিকা
১ দিন	মারেক্স
৫-৭ দিন	বি. সি. আর.ডি.ভি
১০-১২ দিন	গামবোরো
১৭-১৯ দিন	গামবোরো
২১-২৩ দিন	বি. সি. আর.ডি.ভি
২৮ দিন	ফাউলপক্স
৬০ দিন	আরডিভি/রাণীক্ষেত
৭০ দিন	ফাউলপক্স
১০৫ দিন	রাণীক্ষেত
১১০ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস

তাছাড়া ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে করাইজা, ইডিএস, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে।

খামারে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় ঃ

- খামারে সপ্তাহে ২ বেলা বি-ভিটামিন, দুই বেলা ভিটামিন এডি৩ই প্রদান করতে হবে।
- প্রতি ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

প্রকাশনায়

উত্তরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে
সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।